দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবি শিক্ষক সমিতির অবরোধ অব্যাহত : সিনেট ও সিন্ডিকেট সভা পণ্ড

জাবি সংবাদদাতা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অনির্দিষ্টকালের অবরোধে সিনেট ও সিন্ডিকেট সভা পণ্ড হওয়ার পরে তৃতীয় দিনের মতো কার্যালয়ে যোগদান করতে পারেননি ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। কার্যালয়ে যোগদান করতে এসে শিক্ষকদের বাধায় প্রো-ভিসি (শিক্ষা) ও প্রো-ভিসি (প্রশাসন), রেজিস্ট্রারও ফিরে যান। বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে গত ১৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা চলছে স্বাভাবিকভাবে।

জানা যায়, ১৯ জুন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় ভিসির বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ আনা হয়। যার মধ্যে রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে জামাত শিবির বানানোর চেষ্টা, ভিসির ভুল সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষকদের বাসায় ছাত্রদের হামলা, শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী ছাত্রকে প্রথমে বহিষ্কারের মৌখিক ঘোষণা ও পরে তা অস্বীকার করে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ছাত্রদের উস্কে দেয়া, তদন্ত কমিটিকে প্রভাবিত করে অভিযুক্ত ছাত্রকে শাস্তি না দেয়া, বিভিন্ন বিভাগে অযোগ্য প্রার্থীকে সরাসরি অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং আবেদনের অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন-কমিটির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য মনোনয়নের অনৈতিক চেষ্টা, ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে মানবিক কারণ দেখিয়ে এবং ভর্তির অযোগ্য অমুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ভর্তি করে ভর্তির নীতিমালা অমান্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ লঙ্ঘন।

শিক্ষক সমিতির ১৯ তারিখের ভিসিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার পর থেকে এ পর্যন্ত ভিসি কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। সিন্ডিকেট সভা ও সিনেটের কোরাম পূর্ণ না হওয়ায় সিনেটও পণ্ড হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম সিনেট অধিবেশন বাতিল হলো।

এদিকে শিক্ষক সমিতির অভিযোগের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচিত সিন্ডিকেট সদস্যের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ, শিক্ষকদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য, অযোগ্য বা কম মেধাবী কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া, অমুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় ভর্তির বিষয় নিয়ে যে অভিযোগ অস্বীকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় এ অচল অবস্থা বিষয়ে ইনকিলাবকে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন 'অচল অবস্থা নিরসনে আমার বাসায় আলোচনার জন্য শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে চিঠি দিয়েছি'।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার ইনকিলাবকে বলেন 'হঠাৎ চিঠি দিয়ে আসতে বললেই তো আসা যায় না যেহেতু তাকে শিক্ষক সমিতির সভায় তার অনৈতিক কার্যক্রমের জন্য তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে সেহেতু শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষেই চিন্তা করা হবে'।